দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 25 DEC 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

112

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে উঠে। তবে পুস্তক প্রণয়ন, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ থেকে শুরু করে শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটি নিয়োগ কিংবা বাতিল, বেতন ও উন্নয়নের সিংহভাগ প্রদান ইত্যাদি কাজে রয়েছে সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা। মূখ্যভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকনে শিক্ষকবৃন্দ ও পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

যেহেতু কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির মূলে কিংবা অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সেহেতু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করে।

জ্ঞানের দীপ্তিই মুক্তির সোপান। সেই মহান ব্রতে ব্রতী হয়ে যারা এগিয়ে আসেন, তাঁরা প্রশংসার পাত্র। আবার শিক্ষক দর্পণসম। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে প্রতিটি বিদ্যার্থীর জীবনে। শিক্ষকতায় আর্থিক দৈন্যতা থাকলেও জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বলে আত্মিক প্রশান্তি থাকে। এই আত্মিক প্রশান্তির ফলেই শিক্ষক সমস্ত জড়তাকে, আলস্যকে পরিহার করে ছুটে চলেন জ্ঞানদানের গুরুদায়িত্ব পালনে।

পরিচালনা কমিটির উদার সহযোগিতা ও আদর্শগত আচরণ সেই কার্যক্রমকে করে আরো শক্তিশালী।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, মাঝে মাঝে এসব প্রতিষ্ঠানেই উদ্রেক হয় বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝির, সন্দেহের, হিংসা, বিদ্বেষের। ফলে উন্নয়ন বা প্রগতির কার্যক্রম চরমভাবে ব্যর্থ হয়। প্রত্যেকেরই আছে কমবেশী আত্মসম্মানবোধ। সে হিসেবে শিক্ষকও তাঁর মর্যাদাবোধ বজায় রেখে চলবেন বা চলার চেষ্টা করবেন— সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। শিক্ষক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছেন বা থাকবেন একজন শিক্ষকের মতো। মর্যাদার পরিপন্থী বা তুচ্ছের পাত্র হিসেবে নয়।

শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সাথে- ভুল- বোঝাবুঝি মানেই হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ক্রমাবনতি ঘটা। ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিবর্তে 'অপব্যবহার' অমঙ্গলের দিকে অবশ্যই টেনে নিয়ে যাবে। এর চেয়ে দুঃখজনক, লজ্জাকর ও অনুতাপের বিষয় আর হতে পারে না। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। যেসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব বিরাজমান, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সে দ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্বিত ফিরে আসুক এটি আমাদের কামনা। আন্তরিকতা ও সহানুভূতি অনেক জটিল বিষয়ের সমাধানের পথ খুলে দেয়। দ্বন্দ্ব বিজড়িত প্রতিষ্ঠান যেনো সমস্যামুক্ত হয় সেটিই আমাদের প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ ইউনুছ